গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা
(রাজস্ব শাখা)

ঢাকা বিভাগীয় রাজস্ব সভার কার্যবিবরণী (মে-২০২৩)

সভাপতি	মোঃ সাবিরুল ইসলাম বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	২৩ মে -২০২৩
সভার সময়	১২:০০ টা
স্থান	বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকার সম্মেলন কক্ষ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য

উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি দৃঢ় করা হয়।

অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:-

পূর্বের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবানের হার

গৃহীত সিদ্ধন্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার
৫৯	৫৮	৯৮.৩০

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে

১. ডাটা এন্ট্রি ও ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায়	(ক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর ডাটা এন্ট্রি এবং অনুমোদনের কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন। (খ) www.land.gov.bd হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে- ভূমি উন্নয়ন কর টার্গেট হোল্ডিং এর সাথে অনুমোদিত হোল্ডিং এর শতকরা হারে ঢাকা বিভাগ সর্বোচ্চ ১০৪.৬১%, জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনায় দেখা যায়- ঢাকা বিভাগের সকল জেলা হোল্ডিং এন্ট্রিতে ১০০% এর উপরে, কিন্তু গোপালগঞ্জ জেলা হোল্ডিং এন্ট্রির শতকরা হার ৯৫.৭৮% ও টাঙ্গাইল জেলা ৯৪.৮৬%। (গ) ঢাকা বিভাগের জেলা ভিত্তিক হোল্ডিং এন্ট্রিতে ইউ এল এ ও কর্তৃক অনুমোদন বাকী অপেক্ষমান হোল্ডিং সংখ্যা দ্রুত শেষ করার বিষয়ে আলোচনা হয়। (ঘ) জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত প্রতিবেদন মোতাবেক- ঢাকা বিভাগে ভূমি উন্নয়ন কর সাধারণ মোট দাবী ২৯৮,৬৯,৯০,২৫৫/- টাকা ও এপ্রিল/২০২৩ পর্যন্ত আদায় ২০২,৯০,০৯,১৫০/- টাকা ও আদায়ের হার ৬৭.৯২%। (ঘ) জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত প্রতিবেদন মোতাবেক- ঢাকা বিভাগে ভূমি উন্নয়ন কর সংস্থার মোট দাবী ২২৭,২৬,৮৮,৪৪১/- টাকা ও এপ্রিল/২০২৩ পর্যন্ত আদায় ৩৬,৭৭,৮৯,৪০২/- টাকা ও আদায়ের হার ১৬.১৮%। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, সংস্থা ভিত্তিক আদায়ের হার- মানিকগঞ্জ জেলা ১৭৯.৪১%, কিশোরগঞ্জ জেলা ৪.১১%, রাজবাড়ী জেলা ৩.৫৭%, ফরিদপুর জেলা ৭.৭০% শরীয়তপুর জেলা ৯.৬৮%। (ঙ) আগামী অর্থ বছর শুরুর পূর্বেই সংস্থাভিত্তিক বকেয়াসহ ভূমি উন্নয়ন করের দাবী সংক্রান্ত আলোচনা।	(ক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর ডাটা এন্ট্রি এবং অনুমোদনের হার সম্পন্ন করতে হবে। (খ) অনলাইনে হোল্ডিং এন্ট্রি সর্বোচ্চ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সকলকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। (খ).১ গোপালগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলার হোল্ডিং এন্ট্রি সংখ্যা ১০০% উন্নীত করতে হবে। (খ).২ ঢাকা বিভাগের সকল জেলার ভূমি উন্নয়ন করের সাধারণ আদায় জুন/২০২৩ এর মধ্যে ১০০% করতে হবে। (গ)ঢাকা বিভাগের জেলা ভিত্তিক হোল্ডিং এন্ট্রিতে ইউ এল এ ও কর্তৃক অনুমোদন বাকী অপেক্ষমান হোল্ডিং সংখ্যা দ্রুত শেষ করতে হবে। (ঘ) সংস্থা ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধির জন্য কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বলা হলো। (ঘ)১. ঢাকা বিভাগের সংস্থা ভিত্তিক ভূমি উন্নয়ন কর জুন/২০২৩ এর মধ্যে ১০০% এ উন্নীত করতে হবে। (ঙ) আগামী অর্থ বছর শুরুর পূর্বেই সংস্থাভিত্তিক বকেয়াসহ ভূমি উন্নয়ন করের দাবী সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ও এ কার্যালয়কে অনুলিপি দিতে হবে। সংলাগ-১. (ক) ও (খ)	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সকল, ঢাকা বিভাগ। জেলা প্রশাসক গোপালগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক (সকল) ঢাকা বিভাগ জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ জেলা প্রশাসক কিশোরগঞ্জ, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী, ফরিদপুর জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ। জেলা প্রশাসক, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী। জেলা প্রশাসক (সকল) ঢাকা বিভাগ।
২. (ক) কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত	(ক) কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত দেয়ার বিষয়ে আলোচনা।	(ক) কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ যোক্তিকতা যাচাই করে দিতে হবে। সংলাগ ছক: ২	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ।

২. (খ) উচ্ছেদ মামলা সংক্রান্ত	ঢাকা বিভাগে এপ্রিল/২০২৩ পর্যন্ত মোট উচ্ছেদ মামলার সংখ্যা ৭৩৮ টি। তার মধ্যে টাঙ্গাইল জেলায় ৫২৬টি, গোপালগঞ্জ জেলায় ৯৮ টি ও গাজীপুর জেলায় ২৮ টি উচ্ছেদ মামলা রয়েছে।	(খ) এ বিভাগের প্রতিটি জেলার উচ্ছেদ মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করতে হবে। (খ).১ টাঙ্গাইল, গোপালগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার উচ্ছেদ মামলা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ। জেলা প্রশাসক টাঙ্গাইল গোপালগঞ্জ ও গাজীপুর
৩. অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত	(ক) অকৃষি খাসজমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও যৌক্তিকতা যাচাই পূর্বক বন্দোবস্ত প্রদান সংক্রান্ত।	(ক) অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে প্রতিটি জেলা সদরের খাস জমি চিহ্নিত করে জেলা অনুযায়ী চাহিদা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সংলাগ ছক: ৩	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ।
৪. দেওয়ানী মামলা	(ক) এস এফ সঠিকভাবে প্রেরণ হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য জেলা প্রশাসক একজন ট্যাগ অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত। (খ) দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে সরকারি স্বার্থের সমর্থনে যৌক্তিক কারণ থাকলে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আপীল করা প্রয়োজন। (গ) দেওয়ানী মামলার নথি কোর্টের পাশাপাশি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ছায়ালিপি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। (ঘ) প্রতিটি দেওয়ানী মামলার অর্ডারশীট রাখা প্রয়োজন এবং দেওয়ানী মামলার নথিতে প্রতিটি আদেশের হুবহু উল্লেখ করে সরকারি উকিলের স্বাক্ষর নেয়া প্রয়োজন। (ঙ) দেওয়ানী মামলার শুনানীর পূর্বে RM শাখা দেওয়ানী মামলার নথি বিজ্ঞ জি.পি এর কাছে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছানো প্রয়োজন।	(ক) এস এফ সঠিকভাবে প্রেরণ হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য জেলা প্রশাসক একজন বিজ্ঞ ট্যাগ অফিসার নিয়োগ করে দেবেন। উক্ত অফিসার গুরুত্বসহকারে প্রতিটি এস এফ যাচাই করবেন। (খ) দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে সরকারি স্বার্থের সমর্থনে যৌক্তিক কারণ থাকলে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আপীল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (গ) দেওয়ানী মামলার নথি কোর্টের পাশাপাশি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ছায়ালিপি সংরক্ষণ করতে হবে। (ঘ) প্রতিটি দেওয়ানী মামলার অর্ডারশীট রাখতে হবে এবং দেওয়ানী মামলার ছায়া নথিতে উকিলের স্বাক্ষর নিতে হবে। (ঙ) দেওয়ানী মামলার শুনানীর পূর্বে RM শাখা দেওয়ানী মামলার নথি বিজ্ঞ জি. পি এর কাছে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছাতে হবে। সংলাগ ছকঃ ৪	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ।
৫. অর্পিত সম্পত্তি ('ক' তফসিল)	(ক) সকল অর্পিত সম্পত্তির কেইস নং, মালিকের নাম, ভোগ দখলকারীর নাম, মামলাভুক্ত কি না লিজমানি দীর্ঘদিন ধরে অনাদায়ী কিনা সেগুলো পরীক্ষা করে এক্সেলশিটে উপজেলা ও জেলায় সংরক্ষণ করা সংক্রান্ত। (খ) 'ক' তালিকার জমি এক্সেলশীট এ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এবং যৌক্তিকভাবে অবমুক্ত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন এবং না হলে পুনরায় কাগজপত্র যাচাই করে সঠিক মালিকানায় অবমুক্তির বিষয়ে তদারকি করা প্রয়োজন। (গ) অর্পিত সম্পত্তি নবায়নের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারণ হালনাগাদ রেইট মোতাবেক আদায়ের বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) সকল অর্পিত সম্পত্তির কেইস নং, মালিকের নাম, ভোগদখলকারীর নাম, মামলাভুক্ত কি না, লিজমানি দীর্ঘদিন ধরে অনাদায়ী কিনা সেগুলো পরীক্ষা করে এক্সেলশিটে উপজেলা ও জেলায় সংরক্ষণ করতে হবে। (খ) 'ক' তালিকার জমি এক্সেলশীট এ সংরক্ষণ করতে হবে এবং যৌক্তিকভাবে অবমুক্ত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা এবং না হলে পুনরায় কাগজপত্র যাচাই করে সঠিক মালিকানায় অবমুক্তির বিষয়ে তদারকি করতে হবে। (গ) অর্পিত সম্পত্তি নবায়নের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারণ হালনাগাদ রেইট মোতাবেক আদায় নিশ্চিত করতে হবে। সংলাগ ছক: ৫	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ।

৬. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন আইন, ২০০১ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা ('ক' তফসিল)	(ক) অর্পিত সম্পত্তির প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা সরকারের বিপক্ষে রায় হলে তা নিয়ে আপীল করা সংক্রান্ত। (খ) সরকারের বিপক্ষে যাওয়া শতভাগ অর্পিত সম্পত্তির মামলা আপীল করা প্রয়োজন। (গ) প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে নিয়মিত বিজ্ঞ জিপি/বিজ্ঞ পিপি এর সাথে যোগাযোগ করে মামলার আপডেট তথ্য রাখা প্রয়োজন। (ঘ) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ট্রাইব্যুনালের রায় সংক্রান্ত।	(ক)অর্পিত সম্পত্তির প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা সরকারের বিপক্ষে রায় হলে তা নিয়ে দ্রুত আপীল করতে হবে। (খ)সরকারের বিপক্ষে যাওয়া শতভাগ অর্পিত সম্পত্তির মামলা আপীল করতে হবে। (গ) প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে নিয়মিত বিজ্ঞ জিপি/বিজ্ঞ পিপি এর যোগাযোগ করে মামলার আপডেট তথ্য রাখতে হবে। (ঘ) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ট্রাইব্যুনালের রায় হওয়ার পর অবমুক্তির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সংলাগ ছক: ৬ (ক)	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ।
৭. পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা (খ) বাণিজ্যিক সম্পত্তি	(ক) লিজমানি নির্ধারিত অর্থবছরে আদায় করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। (খ) ঢাকা বিভাগে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও মাদারীপুর জেলায় বানিজ্যিক সম্পত্তি রয়েছে। এ জেলাগুলোর আদায় বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত।	(ক) লিজমানি নির্ধারিত অর্থবছরে ১০০% আদায় নিশ্চিত করতে হবে। (খ) বাণিজ্যিক সম্পত্তির আদায় জুন/২০২৩ এর মধ্যে ১০০% করতে হবে। সংলাগ ছকঃ ৭ (ক) ও (খ)	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ। জেলা প্রশাসক ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী ও মাদারীপুর
৮.অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালতে আপিল মামলা	(ক) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালতে আপীল মামলার সংখ্যা বেশি হলে জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণের মধ্যে মামলার টার্গেট দিয়ে বণ্টন করে দেয়া সংক্রান্ত। (খ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালতের মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত। (গ) সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের আদালতে মিসকেস মামলা সংক্রান্ত (ঘ) ২-৫ বছরের অধিক অনিষ্পন্ন মিসকেস মামলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) ০১ বছরের উর্ধ্বে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালতে আপীল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। মামলা বেশি হলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণের মধ্যে মামলার টার্গেট দিয়ে বণ্টন করতে হবে। (খ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালতের মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করতে হবে। (গ) ঢাকা বিভাগে মোট মিসকেস মামলা ২০৫৭০ টি। ০১ বছরের উর্দ্ধে মিসকেস মামলার সংখ্যা ৫০৩৪ টি, ২-৫ বছরের মধ্যে মিসকেস মামলা ১৫৯৮ টি এবং ৫ বছরের উর্দ্ধে মামলা ১০৩ টি। ৫ বছরের উর্দ্ধে মিসকেস মামলা জুন/২০২৩ এর মধ্যে করতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে বলা হলো। (ঘ) ২-৫ বছরের অধিক অনিষ্পন্ন সকল মিসকেস মামলা আগামী জুন/২০২৩ মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন করতে হবে। সংলাগ ছক: ৮	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ। জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ

৯.নামজারী মামলা	(ক) ই নামজারীর কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা। www.land.gov.bd হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে- ঢাকা বিভাগে গড় নিষ্পত্তির হার ২৫ দিন এবং ঢাকা বিভাগের জেলা ভিত্তিক পযালোচনায়- বিগত ৯০ দিনের নামজারী নিষ্পত্তির তথ্যচিত্রে দেখা যায়- গড় নিষ্পত্তিতে ফরিদপুর ৩১ দিন, গোপালগঞ্জ ৩৩ দিন এবং গাজীপুর ৩৮ দিন। (খ) নামজারী না মঞ্জুর করার কারণ স্পষ্ট ও যৌক্তিক হওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) ই-নামজারীর কার্যক্রম পরিপত্র অনুযায়ী ২৮ দিনের মধ্যে নিষ্পন্ন করতে করতে হবে। ২৮ দিনের উর্দ্ধে নামজারীগুলো বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে সকল জেলা প্রশাসককে বলা হলো। (খ) না মঞ্জুর করা নামজারীগুলো যৌক্তিক কিনা জেলা প্রশাসকবৃন্দ ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)বৃন্দ তদারকি করবেন।	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ। জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ
১০ (ক) রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা	(ক) ঢাকা বিভাগের রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ৭১৫ টি। এগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে আলোচনা।	(ক) রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা বিধি মোতাবেক দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সকল জেলা প্রশাসককে বলা হলো। সংলাগ ছক: ১০ (ক)	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ
১০ (খ) জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা	(ক) ঢাকা বিভাগের মোট জেনারেল সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২১,৯৬৭ টি। এপ্রিল/২০২৩ দায়েরকৃত জেনারেল সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ১৬৪ টি এবং এপ্রিল/২০২৩ নিষ্পত্তিকৃত জেনারেল সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ১৯৯ টি। জেলা ভিত্তিক জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা পর্যালোচনায় দেখা যায়- ঢাকা জেলায় সর্বোচ্চ ৫০৮১ টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। (খ) জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রতিনিধির উপস্থিতি ও অন্যান্য বিষয়ে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে আলোচনা প্রয়োজন । (গ) প্রতি মাসে ব্যাংকের প্রতিনিধিগণের সাথে মামলা নিয়ে সভা করা সংক্রান্ত।	(ক) জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকল জেলা প্রশাসক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং ৫ বছরের উর্দ্ধের মামলাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নিষ্পত্তি করবেন। (খ) জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রতিনিধির উপস্থিতি ও অন্যান্য বিষয়ে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে আলোচনা করতে হবে। (গ) প্রতি মাসে ব্যাংকের প্রতিনিধিগণের সাথে মামলা নিয়ে সভা করতে হবে। সংলাগ ছক: ১০ (খ)	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ
(গ) সায়রাত মহালের দাবী সংক্রান্ত সার্টিফিকেট মামলা	১) ঢাকা বিভাগে মোট সায়রাত মহালের দাবী সংক্রান্ত সার্টিফিকেট মামলা ১০৪ টি। তার মধ্যে কিশোরগঞ্জ জেলায় ৮৬টি। ১) প্রতিটা জেলায় সায়রাত মহালের সম্পূর্ণ বিস্তারিত তথ্য এক্সেল সিট সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করার বিষয়ে আলোচনা হয়	১) সায়রাত মহালের দাবী সংক্রান্ত সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং পুরাতন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। ১) প্রতিটা জেলায় সায়রাত মহালের সম্পূর্ণ বিস্তারিত তথ্য এক্সেল সিট সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং স্ব স্ব জেলার ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। সংলাগ ছকঃ ১০ (গ)	জেলা প্রশাসক কিশোরগঞ্জ ও জেলা প্রশাসক (সকল) ঢাকা বিভাগ।

১১. (ক) জলমহাল-(২০ একরের উর্ধ্বে ও নিম্নে)	(ক) ঢাকা বিভাগে অইজারাকৃত ২০ একরের উর্দ্ধে ৬৩ টি জলমহাল এবং ২০ একরের নিম্নে ১৪৪১ টি জলমহাল ইজারাযোগ্য হলে দ্রুত ইজারার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। (খ) জলমহালগুলো গত বছরে কত টাকায় ইজারা হয়েছে এবং বর্তমান বছরে কতটি জলমহাল ইজারা হয়েছে এবং অইজারাকৃত জলমহালগুলো কি কারণে ইজারা হচ্ছে না তার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা। (গ) জলমহাল ইজারা না হলে খাস আদায় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।	(ক) ঢাকা বিভাগে অইজারাকৃত ২০ একরের উর্দ্ধে ৬৩ টি জলমহাল এবং ২০ একরের নিম্নে ১৪৪১ টি জলমহাল রয়েছে। তার মধ্যে ২০ একরের উর্দ্ধে কিশোরগঞ্জ জেলায় ৩৬ টি জলমহাল ইজারাবিহীন রয়েছে। এবং ২০ একরের নিম্নে গাজীপুর জেলায় ৪৬৬ টি ও টাঙ্গাইল জেলায় ২৩৮ টি জলমহাল ইজারাবিহীন রয়েছে। ইজারাবিহীন জলমহালগুলো যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে ইজারার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) জলমহালগুলো গত বছরে কত টাকায় ইজারা হয়েছে এবং বর্তমান বছরে কতটি জলমহাল ইজারা হয়েছে এবং অইজারাকৃত জলমহালগুলো কি কারণে ইজারা হচ্ছে না তার কারণ উল্লেখ করে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (গ) জলমহাল ইজারা না হলে খাস আদায় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সংলাগ ছকঃ ১১ (ক) ও (খ)	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ। জেলা প্রশাসক কিশোরগঞ্জ গাজীপুর ও টাঙ্গাইল।
১২.(ক) বালুমহাল	(ক) বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ মোতাবেক অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা প্রয়োজন। ১. ঢাকা বিভাগে মোট ৭৫ টি বালুমহাল রয়েছে। ১০ টি বালুমহার ইজারাকৃত। ইজারা বিহীন ৬৫ টি এবং মামলা সংশ্লিষ্ট ৩০ টি। এ বিভাগের যে সকল বালুমহাল ইজারা হয় না সেসকল বালুমহাল বিলুপ্তির জন্য এ কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা প্রয়োজন। ২.ঘোষিত/ইজারাকৃত বালুমহালের তালিকা এ বিভাগের প্রতিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা সংক্রান্ত। ৩. ক্যালেন্ডারভুক্ত বালুমহাল ঘোষণা করার পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করা সংক্রান্ত আলোচনা।	(ক) বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ মোতাবেক অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। ১. এ বিভাগের যে সকল বালুমহাল ইজারা হয় না সেসকল বালুমহাল যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিলুপ্তির জন্য এ কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ২.ঘোষিত/ইজারাকৃত বালুমহালের তালিকা এ বিভাগের প্রতিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। ৩. ক্যালেন্ডারভুক্ত বালুমহাল ঘোষণা করার পূর্বে বাধ্যতামূলকভাবে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সকল, ঢাকা বিভাগ। জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ

১২.(খ) হাট-বাজার	(১) এ বিভাগের প্রতি জেলার হাট-বাজারের সংখ্যা, চান্দিনা ভিটির সংখ্যা ও দোকান ঘরের সংখ্যার, দোকান নং ও দোকান ঘরের নাম এর বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। (২) সকল হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটির এক সনা বন্দোবস্ত কেসসমূহ প্রতিবছর ইজারা নবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। (৩) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে- ঢাকা বিভাগে মোট ১৪৯৩ টি হাট-বাজার রয়েছে। তার মধ্যে পেরিফেরিভুক্ত হাটের সংখ্যা ১১০৪ টি। ইজারাবিহীন হাট-বাজার ৩১৫ টি। পেরিফেরি বিহীন হাটবাজার পেরিফেরিভুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।	(১) এ বিভাগের প্রতিটি জেলার হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটির সংখ্যা ও দোকান ঘরের সংখ্যার তথ্য সংরক্ষণসহ এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) সকল হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটির এক সনা বন্দোবস্ত কেসসমূহ প্রতিবছর ইজারা নবায়ন করতে হবে। ৩) ঢাকা বিভাগের ইজারাবিহীন হাট-বাজার ও পেরিফেরি বিহীন হাটবাজার পেরিফেরিভুক্ত করণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে বলা হলো। সংলাগ ছকঃ ১২	জেলা প্রশাসক (সকল) ঢাকা বিভাগ জেলা প্রশাসক (সকল) ঢাকা বিভাগ
১৩. আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প	(ক) মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন অর্থাৎ ‘ক’ শ্রেণীর পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের সম্পন্ন ঘরসমূহ দ্রুত হস্তান্তরের বিষয়ে আলোচনা হয়। (খ) মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন অর্থাৎ ‘ক’ শ্রেণীর পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের ঘরের নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা হয়- ১. ৪র্থ পর্যায়ে ঘর-এর কার্যক্রম গুরুত্ব সহকারে সম্পাদন করা প্রয়োজন। ২. পরিদর্শনের সময় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প পরিদর্শন করে তার তথ্য গুগল অ্যাপস এ আপলোড করা প্রয়োজন। ৪. মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের হস্তান্তরকৃত ঘরে বসবাসকৃতদের পেশা, বয়স এবং বর্তমানে কি কাজে নিয়োজিত ডাটাবেস আকারে সংরক্ষণপূর্বক এ কার্যালয়ে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। ৫.আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ৪র্থ পর্যায়ের বরাদ্দকৃত ঘরের পাক্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। ৬.আশ্রয়ণের বিষয়ে টেলিভিশন /মিডিয়াতে নিউজ হলে তার ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনা হয়। ৭. গৃহহীনদের জমিসহ গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি তদারকি করণের বিষয়ে আলোচনা হয়।	(ক) মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন অর্থাৎ ‘ক’ শ্রেণীর পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের সম্পন্ন ঘরসমূহ দ্রুত হস্তান্তর করতে হবে। (খ) মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন অর্থাৎ ‘ক’ শ্রেণীর পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের ঘরের নির্মাণের জন্য নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়- ১. ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ে ঘর-এর কার্যক্রম গুরুত্ব সহকারে সম্পাদন করতে হবে। ২. পরিদর্শনের সময় আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প পরিদর্শন করে তার তথ্য গুগল অ্যাপস এ আপলোড করতে হবে। ৩. আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘরের নির্ধারিত ডিজাইন সর্বোচ্চ গুনগত মান বজায় রেখে দ্রুততার সহিত সম্পন্ন করতে হবে। ৪. মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের হস্তান্তরকৃত ঘরে বসবাসকৃতদের পেশা, বয়স, এবং বর্তমানে কি কাজে নিয়োজিত ডাটাবেস আকারে সংরক্ষণপূর্বক এ কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। ৫. ৫.আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত ৪র্থ পর্যায়ের বরাদ্দকৃত ঘরের পাক্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। ৬.আশ্রয়ণের বিষয়ে টেলিভিশন/মিডিয়াতে নিউজ হলে তার ব্যবস্থা নিতে হবে। ৭. গৃহহীনদের জমিসহ গৃহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতির তদারকি করতে হবে। সংলাগ ছক ১৩ (ক) ও (খ)	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ। জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ। জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), ঢাকা বিভাগ।

১৪. গুচ্ছগ্রাম	এ বিভাগের সকল জেলার বিদ্যমান গুচ্ছগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা হয়।	এ বিভাগের জেলা প্রশাসকগণ ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণ বিদ্যমান গুচ্ছগ্রামগুলো সরেজমিন পরিদর্শন করে তার সচিত্র প্রতিবেদন এ কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন। সংলাগ ছক: ১৪	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) সকল
১৫. অডিট আপত্তি	(ক) ঢাকা বিভাগে মোট ১৫৭ টি অডিট আপত্তি রয়েছে। এপ্রিল/২০২৩ মাসে ১০ টি অডিট নিষ্পত্তি হয়েছে। (খ) প্রতিটি অডিট গুরুত্বসহকারে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।	(ক) অডিট আপত্তির বিশেষ প্রতিবেদনে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) প্রতিটি অডিট আপত্তি গুরুত্বসহকারে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। সংলাগ: ১৫	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ ও উপজেলা ভূমি অফিস (সকল) ঢাকা বিভাগ।
১৬. ভূমি অধিগ্রহণ মোকদ্দমা	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের নির্দেশনার বিষয়ে আলোচনা হয়। (খ) জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ১৯৪৮, ১৯৮২ ও ২০১৭ সালের আইনের আওতায় অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পন্ন করা প্রয়োজন। (গ) যৌথ তদন্তে সংশ্লিষ্ট সকলকে নোটিশ প্রদান করা প্রয়োজন। (ঘ) ভূমি অধিগ্রহণ মোকদ্দমা ও ক্ষতি পূরণ সংক্রান্ত টাকা প্রদানের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণের নিবিড় তত্ত্বাবধান প্রয়োজন।	(ক) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের নির্দেশনামতে সরকারি অফিসের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক ভবনের পরিবর্তে একই স্থানে পরিকল্পিত সমন্বিত ভবন নির্মাণ করতে হবে। (খ) জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ১৯৪৮, ১৯৮২ ও ২০১৭ সালের আইনের আওতায় অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পন্ন করতে হবে। (গ) যৌথ তদন্তে সংশ্লিষ্ট সকলকে নোটিশ প্রদান করতে হবে। (ঘ) ভূমি অধিগ্রহণ মোকদ্দমা ও ক্ষতি পূরণ সংক্রান্ত টাকা প্রদানের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণের নিবিড় তত্ত্বাবধান করবেন। সংলাগ ছকঃ ১৬ (ক), (খ) ও (গ)	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ
১৭.রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলে জমির অবমূল্যায়ন	যে সব জেলায় দলিল অবমূল্যায়ন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি সে সব জেলায় অবমূল্যায়ন দলিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সংক্রান্ত আলোচনা।	ঢাকা বিভাগে রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল অবমূল্যায়ন মামলা ৫৫২৩৬ টি। তার মধ্যে ঢাকা জেলায় ৩৬৮৫৭ টি, গাজীপুর জেলায় ১০৫৭০ টি দলিল অবমূল্যায়ন মামলা রয়েছে। দলিল অবমূল্যায়ন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সংলাগ ছক: ১৭	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ জেলা প্রশাসক ঢাকা ও গাজীপুর।

১৮. পরিদর্শন/দর্শন	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও পৌর ভূমি অফিস পরিদর্শন সংক্রান্ত।	(ক) নিয়মিতভাবে পরিদর্শনের পাশাপাশি আকস্মিক পরিদর্শন করতে হবে। (খ) প্রতিটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আওতাধীন মৌজা সমূহের নকশা ও সায়রাত মহালের তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। (গ) ঢাকা বিভাগের জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টরগণ প্রমাপ অনুযায়ী পরিদর্শন পূর্বক তার প্রতিবেদন এ কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। সংলাগ ছক: ১৮	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ, জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) (সকল), ঢাকা বিভাগ ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) (সকল), ঢাকা বিভাগ।
১৯. পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ড, ঢাকা এর তথ্যাদি	পরিত্যক্ত বাড়িসমূহ যথাযথ সংরক্ষণের পাশাপাশি বাড়ি ভাড়া আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।	পরিত্যক্ত বাড়িসমূহ যথাযথ সংরক্ষণের পাশাপাশি বাড়ি ভাড়া আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। সংলাগ ছক: ১৯ (ক), (খ), (গ) ও (ঘ)	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (এপিএমবি) ঢাকা। জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ।
২০. (i) বিবিধ (শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩)	(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কালিহাতী, টাঙ্গাইল/ জাজিরা, শরীয়তপুর/সিংগাইর, মানিকগঞ্জ ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি করণের বিষয়ে আলোচনা।	(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কালিহাতী, টাঙ্গাইল/ জাজিরা, শরীয়তপুর/সিংগাইর, মানিকগঞ্জ ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে।	জেলা প্রশাসক টাঙ্গাইল, শরীয়তপুর, মানিকগঞ্জ।
	(খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদী, ফরিদপুর এর সায়রাত মহালগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়।	(খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নরসিংদী, ফরিদপুর এর সায়রাত মহালগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে প্রমাণকসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক নরসিংদী, ফরিদপুর
	(গ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ এর ভূমি অধিগ্রহন শাখার এল এ বিল আবেদনের ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধের বিষয়ে আলোচনা হয়।	(গ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকা, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ এর ভূমি অধিগ্রহন শাখার এল এ বিল আবেদনের ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধের ব্যবস্থা করে প্রমাণকসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক ঢাকা, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ।

২১. সেটেলমেন্ট:	(ক) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, ঢাকা জানান যে, তাঁর আওতাধীন চলমান জরিপের মৌজা সংখ্যা ৩২৬ টি, এর মধ্যে হস্তান্তরিত মৌজা সংখ্যা ১৭৮ টি। অবশিষ্ট মৌজার জরিপের কাজ চলমান রয়েছে। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, টাঙ্গাইল জানান, তাঁর আওতাধীন চলমান জরিপের মৌজা সংখ্যা ১৯৯৬ টি, এর মধ্যে হস্তান্তরিত মৌজা সংখ্যা ১৯১৬ টি। বাকীগুলোর কাজ চলমান রয়েছে। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, ফরিদপুর জানান, গোপারগঞ্জ এর টুঙ্গিপাড়া ও বাগেরহাট এর মোল্লা হাট আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধ রয়েছে। টুঙ্গিপাড়া উপজেলার ৩৩ টি মৌজা জরিপের কাজ চলমান তার মধ্যে ২৭ মৌজার জরিপের কাজ সম্পন্ন করে জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি মৌজার মধ্যে ১২ নং আটজুরি মৌজা তসদিক স্তরে, ২২ নং দক্ষিণ বাসুরিয়া, ২৩ নং শ্রীরামকান্দি ও ২৫ নং চর ঘোপের ডাঙ্গা মৌজা ০৩ টি আপিল স্তরে এবং ২৪ নং ঘোপের ডাঙ্গা মৌজাটি চূড়ান্ত যাঁচ স্তরে আছে। (খ) জরিপ বিভাগের সাথে জেলা ও উপজেলা কমিটির নিয়মিতভাবে সভা সংক্রান্ত। (গ) জরিপ চলাকালীন সম্পর্কে আলোচনা।	(ক) ঢাকা বিভাগের সে সকল মৌজা জরিপ কাজ চলমান, সেখানে সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে যেন সরকারী স্বার্থ ক্ষুন্ন না হয়। সরকারের জমি যেন ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড না হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্কতার সহিত কাজ করতে হবে। খ) জরিপ বিভাগের সাথে জেলা ও উপজেলা কমিটি নিয়মিতভাবে সভা আহবান করে তার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করবেন। (গ) যে সকল জেলায় জরিপের কাজ চলমান আছে, সে সকল জেলার প্রত্যেক উপজেলা ভূমি অফিস/ রাজস্ব সার্কেল অফিস থেকে সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার সম্পত্তির তালিকা তফসিলসহ প্রণয়ন করে জরিপ বিভাগের নিকট হস্তান্তর করে নতুন জরিপে সকল সরকারি সম্পত্তির যথাযথ পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ ও জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, ঢাকা, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর।
২২. বিবিধ	(ক) ঢাকা জেলার মহানগরী জরিপ ও পূর্ববর্তী আরএস জরিপ সম্পর্কে আলোচনা। (খ) সর্বশেষ প্রকাশিত জরিপ ও এর পূর্ববর্তী প্রকাশিত জরিপ সম্পর্কে আলোচনা।	(ক) ঢাকা জেলার মহানগরী জরিপ ও পূর্ববর্তী আরএস জরিপের মধ্যে তুলনা করে দেখতে হবে। আর এস রেকর্ড মোতাবেক সকল সরকারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জমি মহানগরী জরিপে নিবন্ধিত আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। কোন প্রকার সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জমি মহানগরী জরিপে না আসলে সাথে মামলা দায়ের করে এ কার্যালয়ে অনুলিপি প্রেরণ করবেন। (খ) প্রত্যেক জেলায় সর্বশেষ প্রকাশিত জরিপের সাথে পূর্ববর্তী প্রকাশিত জরিপের সাথে তুলনা করে দেখতে হবে সরকারি সম্পত্তির কোন হেরফের হয়েছে কিনা। যদি সর্বশেষ প্রকাশিত জরিপের সাথে পূর্ববর্তী প্রকাশিত জরিপের গড়মিল হয় তাহলে সাথে সাথে উপর্যুক্ত আদালতে মামলা দায়েরের ব্যবস্থা করতে হবে এবং দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে এ কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল), ঢাকা বিভাগ।

পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ সাবিরুল ইসলাম
বিভাগীয় কমিশনার

স্মারক নম্বর: ০৫.৪১.৩০০০.০০৯.০৬.০০১.২২.৫১১

তারিখ: ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০
২৮ মে ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬) মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৭) প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৮) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৯) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
১০) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (এপিএমবি), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
১১) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
১২) প্রকল্প পরিচালক, গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি), নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা।
১৩) জেলা প্রশাসক,ঢাকা/ নারায়নগঞ্জ/ গাজীপুর/ নরসিংদী/মুন্সিগঞ্জ/
মানিকগঞ্জ/রাজবাড়ী/শরীয়তপুর/ফরিদপুর/টাঙ্গাইল/কিশোরগঞ্জ/গোপালগঞ্জ/ মাদারীপুর।
১৪) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
১৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৬) বিভাগীয় কমিশনারের একান্ত সচিব, ঢাকা বিভাগ।
১৭) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, ঢাকা/ফরিদপুর/টাঙ্গাইল।
১৮) সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), ভূমি মন্ত্রণালয়, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
১৯) অফিস কপি।

মোঃ সাবিরুল ইসলাম
বিভাগীয় কমিশনার